



পশ্চিমবঙ্গ সরকার

উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তর

১১এ, মির্জা গালিব স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০ ০৮৭

দৈনন্দিন জীবনে জিনিস কেনা বা পরিষেবা নেবার সময় সতর্ক থাকুন, সচেতন হোন :

প্যাকেট করা পণ্য

প্যাকেট করা কোন জিনিস কেনার আগে দেখে নিতে হবে জিনিসের নাম, উৎপাদনকারী, প্যাকেটকারী, সর্বাধিক খুচরো মূল্য, ব্যবহারের সময়সীমা এবং আমদানিকৃত হলে সেই সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য। এছাড়া ক্রেতা-অভিযোগ নিরসন কেন্দ্রের ফোন নম্বর প্যাকেটে থাকা আবশ্যিক।

স্বাস্থ্যবিমা

স্বাস্থ্য-বিমার ক্ষেত্রে জেনে নেওয়া জরুরি কোন্ কোন্ রোগ কী কী শর্তে এর অন্তর্গত।

বিনিয়োগ

নন ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগের আগে জানুন প্রতিষ্ঠানটি ভারত সরকারের কোম্পানি বিষয়ক মন্ত্রক বা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বা সেবি বা আই. আর. ডি. এ প্রভৃতি কোনো নিয়ন্ত্রক সংস্থার কাছে রেজিস্ট্রিকৃত কিনা। এই সব প্রতিষ্ঠানের তালিকা এবং এদের উদ্দেশ্যে জারি করা বিভিন্ন নির্দেশাবলি পাওয়া যাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইটে (www.rbi.org.in)।

বিত্তান্তিকর বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞাপনে কোনো পণ্যের কোনো বিশেষ গুণ, ক্ষমতা বা কার্যকারিতার আশ্বাস থাকলে জানা দরকার তার বৈজ্ঞানিক সত্যতা আছে কিনা, সেই সত্যতা কোনো নির্দিষ্ট সংস্থা দ্বারা অনুমোদিত কিনা এবং ওই সংস্থার এই বিষয়ে অনুমোদন দেবার এক্টিয়ার আছে কিনা।

ISI ছাপ

বিভিন্ন জিনিস কেনার সময় ভারতীয় মানক সংস্থা (BIS)-র ISI ছাপ দেখে নিন। শিশুখাদ্য, পানীয় জল, এল. পি. জি. সিলিন্ডার, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, সিমেন্ট, হেলমেট ইত্যাদি কেনার সময় এই ছাপ আছে কিনা অবশ্যই দেখে নিতে হবে।

হলমার্ক

সোনার গহনা কিনতে গিয়ে দেখে নিতে হবে হলমার্ক। বিক্রেতার কাছ থেকে আতশ কাচ নিয়ে দেখে নিন এর পাঁচটি উপাংশ, যথা - বি. আই. এস. চিহ্ন, সোনার বিশুদ্ধতা নির্ণায়ক সংখ্যা, যে অ্যাসেসরিং এবং হলমার্কিং কেন্দ্র থেকে পরীক্ষা করা হয়েছে তার চিহ্ন, চিহ্নিতকরণের বছরের কোড লেটার এবং গহনা প্রস্তুতকারী বা বিক্রেতা সংস্থার চিহ্ন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত

কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির আগে প্রতিষ্ঠানটি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত সেটি UGC দ্বারা অনুমোদিত কিনা, কোসটি কোনো সরকারী council যেমন AICTE, MCI ইত্যাদি দ্বারা স্বীকৃত কিনা, অন্যান্য পরিকাঠামোর মান, placement সংক্রান্ত তথ্য ইত্যাদি বিস্তারিত জেনে নিন। প্রতিষ্ঠানে fee, charge বাবদ যে অর্থ দেবেন তার রসিদ নেবেন। কোর্স-এর prospectus সংগ্রহে রাখুন। কোনো চুক্তিপত্রে সই করতে হলে ভাল করে পড়ে, বুঝে ও সন্তুষ্ট হলে তবেই সই করুন।

প্রতারণিত হয়েছেন মনে হলে উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তরে যোগাযোগ করুন।



“সময়ের সাথী” আপনার সাথে পরিষেবা পান সহজে, সাথে সাথে।

পশ্চিমবঙ্গ জনপরিষেবা অধিকার আইন, ২০১৬
আপনার অধিকারকে বাস্তবায়িত করেছে

এই আইন কখন হল?

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই আইন চালু হয়।

এই আইনের গুরুত্ব কি?

এর দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিষেবাগুলি পাওয়ার
অধিকার লাভ করলেন।

কি কি পরিষেবা এই আইনের অন্তর্ভুক্ত?

তপশিলী জাতি, তপশিলী উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়-দের জাতিগত শংসাপত্র,
প্রতিবন্ধী শংসাপত্র, জননী সুরক্ষা যোজনা, রেশন কার্ড প্রদান, রেশন কার্ডের ঠিকানা পরিবর্তন,
জন্মের শংসাপত্র, মৃত্যুর শংসাপত্র, অ্যাডমিট কার্ড, মার্কশীটের সংশোধন, ডুপ্লিকেট মার্কশীট প্রদান,
জমির পরচার কপি, ড্রাইভিং লাইসেন্স সহ আরও অনেক পরিষেবা।

আইনের অন্তর্ভুক্ত পরিষেবা না পাওয়া গেলে নাগরিকবৃন্দের কি করণীয়?

নাগরিকগণ সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে আপীল আধিকারিকের কাছে অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন।
সেই অভিযোগ খতিয়ে দেখা হবে এবং অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হলে, আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

পশ্চিমবঙ্গ জনপরিষেবা অধিকার আইন, ২০১৬

নির্দিষ্ট সময়ে সরকারী পরিষেবা পাওয়ার অধিকারকে সুনিশ্চিত করল।